ঊনবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

অথাদীক্ষত রাজা তু হয়মেধশতেন সঃ ।
ব্রহ্মাবর্তে মনোঃ ক্ষেত্রে যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **অথ**—তার পর; **অদীক্ষত**—দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; **রাজা**—রাজা; **তু**—তখন; **হয়**—অশ্ব; **মেধ**—যজ্ঞ; **শতেন**—একশত অনুষ্ঠান করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **ব্রহ্মাবর্তে**—ব্রহ্মাবর্ত নামক; **মনোঃ**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **ক্ষেত্রে**—স্থানে; **যত্র**—যেখানে; **প্রাচী**—পূর্বমুখী; **সরস্বতী**—সরস্বতী নদী।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে প্রিয় বিদুর! স্বায়ম্ভুব মনুর ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্তে, যেখানে সরস্বতী নদী পূর্ববাহিনী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে পৃথু মহারাজ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

তদভিপ্রেত্য ভগবান্ কর্মাতিশয়মাত্মনঃ ।
শতক্রতুর্ন মমৃষে পৃথোর্যজ্ঞমহোৎসবম্ ॥ ২ ॥

তৎ অভিপ্রেত্য—এই বিষয়ে বিবেচনা করে; **ভগবান্**—পরম শক্তিশালী; **কর্ম-অতিশয়ম্**—সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পারদর্শী; **আত্মনঃ**—নিজের; **শত-ক্রতুঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র, যিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন; **ন**—না; **মমৃষে**—সহ্য করেছিলেন; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **মহা-উৎসবম্**—মহোৎসব।

অনুবাদ

মহা শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র যখন তা দেখলেন, তখন তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে পৃথু মহারাজ তাঁকে অতিক্রম করবেন। তাই পৃথু মহারাজের সেই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান তাঁর কাছে অসহ্য হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে আসে অথবা জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে আসে, তারা সকলেই পরস্পরের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হয়। এই মাৎসর্য দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যেও দেখা যায়। শাস্ত্রে দেখা গেছে যে, ইন্দ্র বেশ কয়েকবার অনেকের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হয়েছেন। তিনি বিশেষ করে মহান সকাম কর্ম অনুষ্ঠান এবং যোগ অভ্যাস বা সিদ্ধির প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হন। তিনি তা সহ্য করতে পারেন না বলে, সেগুলির অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। ইন্দ্রের ভয় যে, কেউ হয়তো মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে অথবা যোগসিদ্ধি লাভ করে, তাঁর আসন দখল করে নেবে; তাই তিনি তাদের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হন। যেহেতু জড় জগতে কেউই অন্যের উন্নতি সহ্য করতে পারে না, তাই এই জড় জগতে সকলেই মৎসর। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে তাই বলা হয়েছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* তাদের জন্য যারা নির্মৎসর। অর্থাৎ, যারা মাৎসর্যরূপ কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, তারা কৃষ্ণভক্তির মার্গে অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু, কৃষ্ণভক্তির পথে একজন যদি অপরকে অতিক্রম করে যান, তা হলে ভক্তরা মনে করেন, "আহা, এই ভক্তটি কত ভাগ্যবান যে, তিনি কি সুন্দরভাবে ভক্তিমার্গে উন্নতি-সাধন করছেন।" এই প্রকার নির্মৎসরতা বৈকুণ্ঠের বৈশিষ্ট্য। আর প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি মাৎসর্য জড় জগতের বৈশিষ্ট্য। দেবতারা জড়-জাগতিক স্তরে রয়েছেন, তাই তাঁরা মাৎসর্য থেকে মুক্ত নন।

শ্লোক ৩

যত্র যজ্ঞপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
অন্বভূয়ত সর্বাত্মা সর্বলোকগুরুঃ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥

যত্র—যেখানে; **যজ্ঞ-পতিঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **অন্বভূয়ত**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **সর্ব-আত্মা**—সকলের পরমাত্মা; **সর্ব-লোক-গুরুঃ**—সমস্ত গ্রহলোকের অধীশ্বর, অথবা সকলের গুরু; **প্রভুঃ**—অধীশ্বর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, এবং তিনি সমস্ত গ্রহলোকের অধীশ্বর ও সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। তিনি স্বয়ং পৃথু মহারাজের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সাক্ষাৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার। প্রকৃতপক্ষে পৃথু মহারাজ হচ্ছেন একজন জীব, কিন্তু তিনি ভগবান বিষ্ণু থেকে বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান, এবং তাই তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। পৃথু মহারাজ হচ্ছেন জীবতত্ত্ব। বিষ্ণুতত্ত্ব বলতে ভগবানকে বোঝায়, আর জীবতত্ত্ব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব যখন বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকে বলা হয় শক্ত্যাবেশ অবতার। এখানে শ্রীবিষ্ণুকে *হরিরীশ্বর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর ভক্তের সমস্ত কষ্ট দূর করে দেন। তাই তাঁকে বলা হয় হরি। তাঁকে ঈশ্বরও বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। পরম ঈশ্বর পুরুষোত্তম হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ঈশ্বররূপে বা পরম নিয়ন্তারূপে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন, যেমন *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) তিনি তাঁর ভক্তদের আশ্বাস দিয়েছেন—"সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে, কেবল আমার শরণাগত হও। তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় পেয়ো না।" ভক্ত যদি কেবল তাঁর শরণাগত হন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত করতে পারেন। এখানে তাঁকে *সর্বাত্মা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, এবং তাই তিনি সকলের পরম গুরু। আমরা যদি *ভগবদ্গীতায়* প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি, তা হলে আমাদের জীবন তৎক্ষণাৎ সার্থক হয়। মানব-সমাজকে শ্রীকৃষ্ণের থেকে ভাল উপদেশ আর কেউ দিতে পারে না।

শ্লোক ৪

অন্বিতো ব্রহ্মশর্বাভ্যাং লোকপালৈঃ সহানুগৈঃ ।
উপগীয়মানো গন্ধর্বৈর্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ ॥ ৪ ॥

অন্বিতঃ—সহ; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মার দ্বারা; **শর্বাভ্যাম্**—এবং শিবের দ্বারা; **লোক-পালৈঃ**—লোকপালদের দ্বারা; **সহ অনুগৈঃ**—তাদের অনুগামীগণ সহ; **উপগীয়-মানঃ**—প্রশংসিত হয়ে; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **মুনিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **চ**—ও; **অপ্সরঃ-গণৈঃ**—অপ্সরাদের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণু যখন যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা, শিব, লোকপালগণ এবং তাঁদের অনুচরেরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যখন তিনি সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন গন্ধর্ব, ঋষি এবং অপ্সরারা তাঁর যশকীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ৫

সিদ্ধা বিদ্যাধরা দৈত্যা দানবা গুহ্যকাদয়ঃ ।
সুনন্দনন্দপ্রমুখাঃ পার্ষদপ্রবরা হরেঃ ॥ ৫ ॥

সিদ্ধাঃ—সিদ্ধগণ; **বিদ্যাধরাঃ**—বিদ্যাধরগণ; **দৈত্যাঃ**—দিতির বংশধরগণ; **দানবাঃ**—দানবগণ; **গুহ্যক-আদয়ঃ**—যক্ষ প্রভৃতি; **সুনন্দ-নন্দ-প্রমুখাঃ**—বৈকুণ্ঠলোকে বিষ্ণুর প্রধান পার্ষদ সুনন্দ, নন্দ আদি; **পার্ষদ**—পার্ষদগণ; **প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব এবং যক্ষরাও ভগবানের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুনন্দ, নন্দ আদি মুখ্য পার্ষদেরাও ছিলেন।

শ্লোক ৬

কপিলো নারদো দত্তো যোগেশাঃ সনকাদয়ঃ ।
তমন্বীয়ুর্ভাগবতা যে চ তৎসেবনোৎসুকাঃ ॥ ৬ ॥

কপিলঃ—কপিল মুনি; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয়; **যোগ-ঈশাঃ**—যোগেশ্বরগণ; **সনক-আদয়ঃ**—সনক আদি; **তম্**—ভগবান বিষ্ণু; **অন্বীয়ুঃ**—অনুগমন করেছিলেন; **ভাগবতাঃ**—মহান ভক্তগণ; **যে**—যাঁরা সকলে; **চ**—ও; **তৎ-সেবন-উৎসুকাঃ**—সর্বদা তাঁর সেবা করতে উৎসুক।

অনুবাদ

সর্বদা ভগবানের সেবা করতে উৎসুক মহান ভক্তগণ এবং কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় প্রমুখ মহর্ষিগণ, ও সনকাদি যোগেশ্বরগণ, সকলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সেই মহান যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন।

শ্লোক ৭

যত্র ধর্মদুঘা ভূমিঃ সর্বকামদুঘা সতী ।
দোগ্ধি স্মাভীপ্সিতানর্থান্ যজমানস্য ভারত ॥ ৭ ॥

যত্র—যেখানে; **ধর্ম-দুঘা**—ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ উৎপাদনকারী; **ভূমিঃ**—পৃথিবী; **সর্ব-কাম**—সমস্ত বাসনা; **দুঘা**—দুগ্ধরূপে উৎপাদনকারী; **সতী**—গাভী; **দোগ্ধি স্ম**—পূর্ণ হয়েছিল; **অভীপ্সিতান্**—বাঞ্ছিত; **অর্থান্**—বস্তুসমূহ; **যজমানস্য**—যজ্ঞকর্তার; **ভারত**—হে বিদুর।

অনুবাদ

হে বিদুর! সেই মহাযজ্ঞে সমগ্র ভূমি কামধেনুর মতো হয়েছিল, এবং সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, সকলের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ধর্ম-দুঘা* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'কামধেনু'। কামধেনুকে সুরভিও বলা হয়। সুরভি গাভী চিৎ-জগতে বিরাজ করে, যে-সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এই সুরভি গাভীদের পালন করেন—*সুরভীরভি-পালয়ন্তম্* । সুরভি গাভীকে যতবার ইচ্ছা দোহন করা যায়, এবং যত পরিমাণে ইচ্ছা দুধ পাওয়া যায়। নানা রকম আবশ্যকীয় পদার্থ উৎপাদনের জন্য দুধের প্রয়োজন, বিশেষ করে ঘি, যা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন হয়। আমরা যদি শাস্ত্র-নির্দেশিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করি, তা হলে আমাদের জীবনের আবশ্যকতাগুলির সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রহ্মা যজ্ঞসহ মানুষদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। যজ্ঞ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কর্ম করা। এই যুগে বেদবিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য যোগ্য ব্রাহ্মণ পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পুরাকালে মহাযজ্ঞ

অনুষ্ঠানের ফলে যে-ফল লাভ হত, *(যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈঃ)* সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্তুষ্টি-বিধান করার মাধ্যমে, সেই ফল লাভ করা যায়। পৃথু মহারাজ এবং অন্যেরা মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে, পৃথিবী থেকে জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ এই সংকীর্তন যজ্ঞ শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃতের এই কার্যকলাপে যোগদান করে, মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সুফল লাভ করা মানুষের কর্তব্য; তা হলে তার কোন অভাব থাকবে না। যদি সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তা হলে আর কোন অসুবিধা থাকবে না, এমন কি যান্ত্রিক শিল্প উদ্যোগেও নয়। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, শিল্প উদ্যোগ ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষেত্রে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা উচিত। তা হলে সব কিছুই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং স্বচ্ছন্দভাবে সম্পাদিত হবে।

শ্লোক ৮

উহুঃ সর্বরসান্নদ্যঃ ক্ষীরদধ্যন্নগোরসান্ ।
তরবো ভূরিবর্ষ্মাণঃ প্রাসূয়ন্ত মধুচ্যুতঃ ॥ ৮ ॥

উহুঃ—বহন করেছিল; **সর্ব-রসান্**—সর্বপ্রকার রস; **নদ্যঃ**—নদীসমূহ; **ক্ষীর**—দুগ্ধ; **দধি**—দই; **অন্ন**—বিভিন্ন প্রকার খাদ্য; **গো-রসান্**—অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য; **তরবঃ**—বৃক্ষ; **ভূরি**—মহান; **বর্ষ্মাণঃ**—দেহধারী; **প্রাসূয়ন্ত**—ফল উৎপাদন করেছিল; **মধু-চ্যুতঃ**—মধুস্রাবী।

অনুবাদ

বহমান নদীসমূহ মধুর, কষায়, অম্ল ইত্যাদি সমস্ত রস বহন করেছিল, এবং বিশাল বৃক্ষসমূহ প্রচুর পরিমাণে ফল ও মধু উৎপাদন করেছিল। পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস খেয়ে, গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুধ, দই, ঘি এবং অন্যান্য সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ প্রদান করেছিল।

তাৎপর্য

নদীগুলি যদি দূষিত না হয় এবং তাদের নিজের গতিতে চলতে দেওয়া হয়, অথবা কখনও কখনও ভূমি প্লাবিত করতে দেওয়া হয়, তা হলে ভূমি অত্যন্ত উর্বর হবে এবং সব রকম শাক সবজি, বৃক্ষ ও লতা উৎপাদন হবে। *রস* শব্দটির অর্থ হচ্ছে

'স্বাদ'। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে সব কটি রস রয়েছে, এবং জমিতে বীজ বপন করা মাত্রই, আমাদের বিভিন্ন রস আস্বাদন করার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বৃক্ষরাজি অঙ্কুরিত হয়। যেমন, ইক্ষু মধুর রস প্রদান করে, এবং লেবু অম্ল রস প্রদান করে, তার ফলে আমাদের মধুর ও অম্ল রস আস্বাদনের বাসনা তৃপ্ত হয়। তেমনই আনারস আদি ফল রয়েছে। সেই সঙ্গে আবার আমাদের কটুস্বাদ আস্বাদনের তৃপ্তিসাধনের জন্য লঙ্কা রয়েছে। যদিও পৃথিবীর ভূমি এক, তবুও বিভিন্ন প্রকার বীজ থেকে বিভিন্ন প্রকার স্বাদের উদ্‌গম হয়। শ্রীকৃষ্ণ সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১০) বলেছেন, *বীজং মাং সর্ব-ভূতানাম্* —"আমি সমস্ত অস্তিত্বের আদি বীজ।" তাই এখানে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। যে-সম্বন্ধে *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে— *পূর্ণম্ ইদম্* । জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করার পরিপূর্ণ আয়োজন পরমেশ্বর ভগবান করে রেখেছেন। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কিভাবে যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধান করতে হয়, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করা, কারণ জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তাই জীব যাতে তার স্বরূপগত বৃত্তি অনুসারে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে, তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা না হলে, সমস্ত জীবেরা দুঃখকষ্ট ভোগ করবে। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

তরবো ভূরি-বর্ষ্মাণঃ শব্দগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ধিত বিশাল দেহযুক্ত বৃক্ষদের বোঝায়। এই সমস্ত বৃক্ষের উদ্দেশ্য হচ্ছে মধু ও বিভিন্ন প্রকার ফল উৎপাদন করা। অর্থাৎ অরণ্যেরও মধু, ফল ও ফুল সরবরাহ করার উদ্দেশ্য রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, যজ্ঞের অভাবে, এই কলিযুগে অরণ্যের বিশাল বৃক্ষগুলি যথেষ্ট পরিমাণে মধু ও ফল সরবরাহ করে না। এইভাবে সব কিছুই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। এই যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে সংকীর্তন আন্দোলন বিস্তার করা।

শ্লোক ৯

সিন্ধবো রত্ননিকরান্ গিরয়োঽন্নং চতুর্বিধম্ ।
উপায়নমুপাজহ্রুঃ সর্বে লোকাঃ সপালকাঃ ॥ ৯ ॥

সিন্ধবঃ—সমুদ্র; **রত্ন-নিকরান্**—রত্নসমূহ; **গিরয়ঃ**—পর্বত; **অন্নম্**—খাদ্যদ্রব্য; **চতুঃ-বিধম্**—চার প্রকার; **উপায়নম্**—উপহার; **উপাজহ্রুঃ**—নিয়ে এসেছিল; **সর্বে**—সমস্ত; **লোকাঃ**—গ্রহলোক-সমূহের জনসাধারণ; **স-পালকাঃ**—লোকপালগণ সহ।

অনুবাদ

সমুদ্র নানা প্রকার মূল্যবান রত্নসমূহে পূর্ণ ছিল, পর্বত ধাতুতে পূর্ণ ছিল এবং তার জমি ছিল অত্যন্ত উর্বর, এবং তাতে চতুর্বিধ খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন গ্রহলোকের লোকপালগণ ও জনসাধারণ পৃথু মহারাজের জন্য নানা প্রকার উপহার নিয়ে সেখানে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে যে, এই জগতে, কেবল মানুষদের জন্যই নয়, পশুপক্ষী, সরীসৃপ, জলচর এবং বৃক্ষ সকলেরই আবশ্যকীয় বস্তু উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। সমুদ্র ও মহাসাগর মুক্তা, প্রবাল ও মণিমাণিক্য উৎপাদন করে, যাতে ভগবানের বাধ্য সৌভাগ্যবান মানুষেরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারে। তেমনই, পর্বতগুলি নানা রকম রাসায়নিক পদার্থে পূর্ণ, এবং প্রবহমান নদীগুলি সেগুলি শস্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়ে জমির উর্বরতা-সাধন করতে পারে, যাতে চতুর্বিধ খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। সেই চতুর্বিধ খাদ্য হচ্ছে—চর্ব্য (যে-সমস্ত খাদ্য চর্বণ করা হয়), লেহ্য (যেগুলি লেহন করা হয়), চূষ্য (যেগুলি চোষা যায়) এবং পেয় (যেগুলি পান করা যায়)।

অন্যলোকের অধিবাসীরা এবং লোকপালেরা পৃথু মহারাজকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁরা পৃথু মহারাজকে নানা প্রকার উপহার দিয়েছিলেন এবং একজন উপযুক্ত রাজারূপে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যাঁর পরিকল্পনায় ও কার্যকলাপে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারবে। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমুদ্র ও মহাসাগর মণিমাণিক্য উৎপাদনের জন্য, কিন্তু কলিযুগে সমুদ্রের প্রধান উপযোগিতা হচ্ছে মাছধরা। শূদ্র ও দরিদ্র মানুষদের মাছ ধরতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হত, কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আদি উচ্চ বর্ণের মানুষেরা সমুদ্র থেকে মুক্তা, প্রবাল, মণিমাণিক্য সংগ্রহ করতেন। দরিদ্র মানুষেরা যদিও সমুদ্র থেকে শত-শত মণ মাছ ধরতে পারে, কিন্তু তার মূল্য একটি মুক্তা অথবা প্রবালের সমান নয়। এই যুগে রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য কত কারখানা খোলা হয়েছে, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন পাহাড়-পর্বতগুলি আপনা থেকেই রাসায়নিক সার উৎপন্ন করে, যা শস্যক্ষেত্রে খাদ্যশস্য উৎপাদনে সাহায্য করে। এইভাবে সব কিছুই নির্ভর করে বৈদিক বিধি অনুসারে মানুষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবে কি না তার উপর।

শ্লোক ১০

ইতি চাধোক্ষজেশস্য পৃথোস্তু পরমোদয়ম্ ।
অসূয়ন্ ভগবানিন্দ্রঃ প্রতিঘাতমচীকরৎ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **চ**—ও; **অধোক্ষজ-ঈশস্য**—যিনি অধোক্ষজকে তাঁর পূজনীয় ভগবানরূপে স্বীকার করেছেন; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **তু**—তখন; **পরম**—সর্বোচ্চ; **উদয়ম্**—ঐশ্বর্য; **অসূয়ন্**—মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **প্রতিঘাতম্**—বিঘ্ন; **অচীকরৎ**—করেছিলেন।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ অধোক্ষজ ভগবানের আশ্রিত ছিলেন। বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে, পৃথু মহারাজ ভগবানের কৃপায় অলৌকিক উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। কিন্তু পৃথু মহারাজের এই ঐশ্বর্য সহ্য করতে না পেরে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে, তাঁর যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করার চেষ্টা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অধোক্ষজ, ভগবান্ ইন্দ্রঃ* এবং *পৃথোঃ* এই তিনটি শব্দে তিনটি পৃথক উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। বিষ্ণুর অবতার হওয়া সত্ত্বেও, পৃথু মহারাজ ছিলেন বিষ্ণুর পরম ভক্ত। শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার হলেও তিনি ছিলেন একটি জীব। তাই ভগবানের ভক্ত হওয়াই তাঁর কর্তব্য ছিল। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার হলেও, ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কলিযুগে ঢেঁড়া পেটানো বহু অবতার রয়েছে, যারা প্রকৃতপক্ষে এক-একটি পাষণ্ডী। *ভগবান্ ইন্দ্রঃ* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, জীব দেবরাজ ইন্দ্রের মতো শক্তিশালী ও পূজনীয় হতে পারে, কারণ ইন্দ্র হচ্ছেন সাধারণ জীব এবং তাঁর মধ্যে বদ্ধ জীবের চারটি দোষ রয়েছে। ইন্দ্রকে এখানে *ভগবান্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যে-শব্দটি সাধারণত পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এখানে ইন্দ্রকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তাঁর হাতে অনেক ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ভগবান হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভগবানের অবতার পৃথু মহারাজের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ। জড়-জাগতিক জীবনের দোষ এতই প্রবল যে, সেই কলুষের ফলে ইন্দ্রও ভগবানের অবতারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

তাই আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, বদ্ধ জীবের অধঃপতন কিভাবে হয়। পৃথু মহারাজের ঐশ্বর্য জড়-জাগতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল না। এই

শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন *অধোক্ষজের* পরম ভক্ত। *অধোক্ষজ* বলতে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝায়, যিনি মন ও বাক্যের অতীত। কিন্তু, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপে তাঁর ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন। ভক্ত প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, যদিও ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয় ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির অতীত।

শ্লোক ১১

চরমেণাশ্বমেধেন যজমানে যজুষ্পতিম্ ।
বৈণ্যে যজ্ঞপশুং স্পর্ধন্নপোবাহ তিরোহিতঃ ॥ ১১ ॥

চরমেণ—অন্তিম; **অশ্ব-মেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **যজমানে**—যখন তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন; **যজুঃ-পতিম্**—যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **বৈণ্যে**—রাজা বেণের পুত্র; **যজ্ঞ-পশুম্**—যজ্ঞে উৎসর্গ করার পশু; **স্পর্ধন্**—মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে; **অপোবাহ**—চুরি করেছিলেন; **তিরোহিতঃ**—অদৃশ্য হয়ে।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ যখন শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞটি অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন ইন্দ্র সকলের অলক্ষ্যে যজ্ঞাশ্বটি অপহরণ করেন। পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে, তিনি তা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ইন্দ্র *শতক্রতু* নামে পরিচিত, কারণ তিনি এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে, যজ্ঞে যে পশুবলি দেওয়া হয়, তাকে হত্যা করা হয় না। যজ্ঞের সময় যথাযথভাবে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রের প্রভাবে উৎসর্গীকৃত পশু নবজীবন লাভ করে ফিরে আসে। সেটি হচ্ছে যজ্ঞ সার্থক হয়েছে কি না তার পরীক্ষা। পৃথু মহারাজ যখন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁর প্রতি অত্যন্ত মাৎসর্য-পরায়ণ হয়েছিলেন, কারণ তিনি চাননি যে, কেউ তাঁকে অতিক্রম করুক। ইন্দ্র একজন সাধারণ জীব হওয়ার ফলে, পৃথু মহারাজের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন, এবং নিজেকে অদৃশ্য রেখে, তিনি যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ১২

তমত্রির্ভগবানৈক্ষত্ত্বরমাণং বিহায়সা ।
আমুক্তমিব পাখণ্ডং যোঽধর্মে ধর্মবিভ্রমঃ ॥ ১২ ॥

তম্—দেবরাজ ইন্দ্র; **অত্রিঃ**—ঋষি অত্রি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **ঐক্ষৎ**—দেখতে পেয়েছিলেন; **ত্বরমাণম্**—অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গমন করছেন; **বিহায়সা**—আকাশ মার্গে; **আমুক্তম্ ইব**—মুক্ত পুরুষের মতো; **পাখণ্ডম্**—পাষণ্ড; **যঃ**—যে; **অধর্মে**—অধর্মতে; **ধর্ম**—ধর্ম; **বিভ্রমঃ**—ভুল করে।

অনুবাদ

ইন্দ্র যখন ঘোড়াটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি মুক্ত পুরুষের বেশ ধারণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই বেশ ছিল এক প্রকার প্রতারণা, কারণ তখন তাঁর আচরণ ভ্রমবশত ধর্মাচরণ বলে মনে হয়েছিল। ইন্দ্র যখন আকাশমার্গে এইভাবে পলায়ন করছিলেন, তখন মহর্ষি অত্রি তাঁকে দেখতে পান এবং সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ব্যবহৃত *পাখণ্ড* শব্দটি কখনও *পাষণ্ড* বলেও উচ্চারণ করা হয়। এই শব্দ দুটি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ইঙ্গিত করে, যারা অত্যন্ত ধার্মিক হওয়ার অভিনয় করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা অত্যন্ত পাপী। ইন্দ্র অন্যদের প্রতারণা করার জন্য গৈরিক বসন ধারণ করেছিলেন। নিজেদের মুক্ত পুরুষ বলে প্রচারকারী অথবা ভগবানের অবতার বলে প্রচারকারী বহু ভণ্ডরা এই গৈরিক বসন অপব্যবহার করেছে। তার ফলে মানুষ প্রতারিত হয়েছে। আমরা বহুবার উল্লেখ করেছি যে, বদ্ধ জীবের প্রতারণা করার প্রবণতা থাকে; তাই সেই প্রবণতাটি দেবরাজ ইন্দ্রের মতো ব্যক্তির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। সেই সূত্রে বোঝা যায় যে, দেবরাজ ইন্দ্রও জড় কলুষ থেকে মুক্ত নন। তাই *আমুক্তম্ ইব* অর্থাৎ, 'যেন একজন মুক্ত পুরুষ' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন সারা জগতের কাছে ঘোষণা করে যে, তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় ত্যাগ করেছেন এবং তিনি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত। সেই প্রকার ভগবদ্ভক্তই প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী বা মুক্ত পুরুষ। *ভগবদ্গীতায়* (৬/১) বলা হয়েছে—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥

"যিনি কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কর্তব্যবোধে কার্য করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, এবং তিনিই প্রকৃত যোগী, যারা আগুন জ্বালায় না অথবা কর্ম করে না তারা নয়।"

অর্থাৎ যিনি তাঁর কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং যোগী। প্রতারক সন্ন্যাসী ও যোগী পৃথু মহারাজের যজ্ঞের সময় থেকেই রয়েছে। এই প্রতারণা দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত মূর্খের মতো প্রবর্তন করেছেন। কোন কোন যুগে এই প্রতারণা অত্যন্ত প্রবল হয়, এবং অন্য কোন যুগে ততটা প্রবল হয় না। সন্ন্যাসীর কর্তব্য অত্যন্ত সতর্ক থাকা, কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১২/৫১)। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিক না হলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য এই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ না করাই ভাল, কারণ এই যুগে মায়ার প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল। পারমার্থিক উপলব্ধিতে অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তিরই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। জীবিকা উপার্জনের জন্য অথবা কোন জড়-জাগতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৩

অত্রিণা চোদিতো হন্তুং পৃথুপুত্রো মহারথঃ ।
অন্বধাবত সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥

অত্রিণা—মহর্ষি অত্রির দ্বারা; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **পৃথু-পুত্রঃ**—পৃথু মহারাজের পুত্র; **মহা-রথঃ**—একজন মহাবীর; **অন্বধাবত**—অনুসরণ করেছিলেন; **সংক্রুদ্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **তিষ্ঠ তিষ্ঠ**—দাঁড়াও দাঁড়াও; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—ও; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি অত্রি যখন পৃথু মহারাজের পুত্রকে ইন্দ্রের ছলনার কথা জানান, তখন সেই পরম বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে "দাঁড়াও! দাঁড়াও!" বলতে বলতে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় যখন শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করে, তখন *তিষ্ঠ তিষ্ঠ* শব্দগুলি তারা প্রয়োগ করে। যুদ্ধ করার সময়, ক্ষত্রিয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে পারে না। কিন্তু

কোন ক্ষত্রিয় যদি কাপুরুষের মতো তার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, তখন তাকে *তিষ্ঠ তিষ্ঠ* শব্দের দ্বারা যুদ্ধ করতে আহ্বান করা হয়। যথার্থ ক্ষত্রিয় কখনও তার শত্রুকে পিছন থেকে হত্যা করে না, এবং যথার্থ ক্ষত্রিয় কখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনও করে না। ক্ষত্রিয়নীতি ও তেজ অনুসারে, হয় যুদ্ধে জয়লাভ, নয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করতে হয়। স্বর্গের রাজা হওয়ার ফলে, ইন্দ্রের পদ যদিও অত্যন্ত উন্নত, তবুও যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করার ফলে তিনি অধঃপতিত হয়েছিলেন। তাই তিনি ক্ষত্রিয়নীতি অনুসরণ না করেই, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন, এবং পৃথু মহারাজের পুত্র *তিষ্ঠ তিষ্ঠ* বলে তাঁকে যুদ্ধ করতে আহ্বান করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তং তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য মেনে ধর্মং শরীরিণম্ ।
জটিলং ভস্মনাচ্ছন্নং তস্মৈ বাণং ন মুঞ্চতি ॥ ১৪ ॥

তম্—তাঁকে; **তাদৃশ-আকৃতিম্**—সেই বেশে; **বীক্ষ্য**—দেখে; **মেনে**—মনে করে; **ধর্মম্**—ধর্মপরায়ণ; **শরীরিণম্**—দেহধারী; **জটিলম্**—জটা-সমন্বিত; **ভস্মনা**—ভস্মের দ্বারা; **আচ্ছন্নম্**—আচ্ছাদিত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **বাণম্**—শর; **ন**—না; **মুঞ্চতি**—নিক্ষেপ করেন।

অনুবাদ

ইন্দ্রকে জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত দেখে, পৃথুর পুত্র তাঁকে একজন ধর্মাত্মা ও পবিত্র সন্ন্যাসী বলে মনে করেছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেননি।

শ্লোক ১৫

বধান্নিবৃত্তং তং ভূয়ো হন্তবেঽত্রিরচোদয়ৎ ।
জহি যজ্ঞহনং তাত মহেন্দ্রং বিবুধাধমম্ ॥ ১৫ ॥

বধাৎ—বধ করা থেকে; **নিবৃত্তম্**—নিবৃত্ত হয়ে; **তম্**—পৃথুর পুত্র; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **হন্তবে**—হত্যা করার উদ্দেশ্যে; **অত্রিঃ**—মহর্ষি অত্রি; **অচোদয়ৎ**—অনুপ্রাণিত করেছিলেন; **জহি**—হত্যা কর; **যজ্ঞ-হনম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্নকারী; **তাত**—হে পুত্র; **মহা-ইন্দ্রম্**—মহান দেবরাজ ইন্দ্রকে; **বিবুধ-অধমম্**—দেবাধমকে।

অনুবাদ

অত্রি যখন দেখলেন যে, ইন্দ্রকে বিনাশ না করে, মহারাজ পৃথুর পুত্র তাঁর দ্বারা প্রতারিত হয়ে ফিরে এসেছেন, তখন অত্রি মুনি তাঁকে পুনরায় হত্যা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, পৃথু মহারাজের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য, ইন্দ্র সমস্ত দেবতাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হয়ে গেছে।

শ্লোক ১৬

এবং বৈণ্যসুতঃ প্রোক্তস্ত্বরমাণং বিহায়সা ।
অন্বদ্রবদভিক্রুদ্ধো রাবণং গৃধ্ররাড়িব ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **বৈণ্য-সুতঃ**—মহারাজ পৃথুর পুত্র; **প্রোক্তঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **ত্বরমাণম্**—দ্রুত গতিতে গমনকারী ইন্দ্র; **বিহায়সা**—আকাশে; **অন্বদ্রবৎ**—পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; **অভিক্রুদ্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **রাবণম্**—রাবণ; **গৃধ্র-রাট্**—শকুনিদের রাজা; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

সেই কথা শুনে, বেণ রাজার পৌত্র তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আকাশমার্গে পলায়নরত ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং শকুনিদের রাজা জটায়ু যেভাবে রাবণের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে তিনি ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

সোঽশ্বং রূপং চ তদ্ধিত্বা তস্মা অন্তর্হিতঃ স্বরাট্ ।
বীরঃ স্বপশুমাদায় পিতুর্যজ্ঞমুপেয়িবান্ ॥ ১৭ ॥

সঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; **অশ্বম্**—ঘোড়া; **রূপম্**—সাধুর ছদ্মবেশ; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **তস্মৈ**—তাঁর জন্য; **অন্তর্হিতঃ**—অদৃশ্য হয়েছিলেন; **স্ব-রাট্**—ইন্দ্র; **বীরঃ**—মহাবীর; **স্ব-পশুম্**—তাঁর পশু; **আদায়**—গ্রহণ করে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞে; **উপেয়িবান্**—তিনি ফিরে এসেছিলেন।

অনুবাদ

ইন্দ্র যখন দেখলেন যে, পৃথুর পুত্র তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে, ঘোড়াটি রেখে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। মহাবীর পৃথুপুত্র সেই অশ্বটি নিয়ে তাঁর পিতার যজ্ঞস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

তত্তস্য চাদ্ভুতং কর্ম বিচক্ষ্য পরমর্ষয়ঃ ।
নামধেয়ং দদুস্তস্মৈ বিজিতাশ্ব ইতি প্রভো ॥ ১৮ ॥

তৎ—সেই; **তস্য**—তাঁর; **চ**—ও; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **বিচক্ষ্য**—দর্শন করে; **পরম-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **নামধেয়ম্**—নাম; **দদুঃ**—প্রদান করেছিলেন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **বিজিত-অশ্বঃ**—বিজিতাশ্ব (যিনি অশ্ব জয় করেছেন); **ইতি**—এইভাবে; **প্রভো**—হে বিদুর।

অনুবাদ

হে বিদুর! মহর্ষিরা মহারাজ পৃথুর পুত্রের এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করে, তাঁকে বিজিতাশ্ব নাম প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

উপসৃজ্য তমস্তীব্রং জহারাশ্বং পুনর্হরিঃ ।
চষালযূপতশ্ছন্নো হিরণ্যরশনং বিভুঃ ॥ ১৯ ॥

উপসৃজ্য—সৃষ্টি করে; **তমঃ**—অন্ধকার; **তীব্রম্**—ঘন; **জহার**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **অশ্বম্**—ঘোড়া; **পুনঃ**—পুনরায়; **হরিঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **চষাল-যূপতঃ**—পশু বলি দেওয়ার যূপকাষ্ঠ থেকে; **ছন্নঃ**—আচ্ছাদিত করে; **হিরণ্য-রশনম্**—স্বর্ণশৃঙ্খলের দ্বারা বদ্ধ; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান।

অনুবাদ

হে বিদুর! অত্যন্ত শক্তিশালী স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তখন ঘন অন্ধকারের দ্বারা যজ্ঞস্থল আচ্ছন্ন করে, স্বর্ণশৃঙ্খলের দ্বারা যূপকাষ্ঠে বেঁধে রাখা সেই অশ্বটিকে পুনরায় অপহরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

অত্রিঃ সন্দর্শয়ামাস ত্বরমাণং বিহায়সা ।
কপালখট্টাঙ্গধরং বীরো নৈনমবাধত ॥ ২০ ॥

অত্রিঃ—মহর্ষি অত্রি; **সন্দর্শয়াম্ আস**—দেখিয়েছিলেন; **ত্বরমাণম্**—অত্যন্ত দ্রুতবেগে গমনকারী; **বিহায়সা**—আকাশে; **কপাল-খট্টাঙ্গ**—নরকপাল সমন্বিত যষ্টি; **ধরম্**—ধারণকারী; **বীরঃ**—বীর (মহারাজ পৃথুর পুত্র); **ন**—না; **এনম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **অবাধত**—হত্যা করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি অত্রি পুনরায় পৃথু মহারাজের পুত্রকে দেখিয়েছিলেন যে, আকাশমার্গে ইন্দ্র পলায়ন করছে। মহাবীর পৃথুপুত্র তখন পুনরায় তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, ইন্দ্র কপাল ও খট্টাঙ্গ ধারণ করেছেন, তখন তিনি তাঁকে হত্যা না করতে স্থির করেছিলেন।

শ্লোক ২১

অত্রিণা চোদিতস্তস্মৈ সন্দধে বিশিখং রুষা ।
সোঽশ্বং রূপং চ তদ্ধিত্বা তস্থাবন্তর্হিতঃ স্বরাট্ ॥ ২১ ॥

অত্রিণা—মহর্ষি অত্রির দ্বারা; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **তস্মৈ**—দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি; **সন্দধে**—যোজন করেছিলেন; **বিশিখম্**—তাঁর বাণ; **রুষা**—মহাক্রোধে; **সঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **অশ্বম্**—ঘোড়া; **রূপম্**—সন্ন্যাসীর বেশধারী; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **তস্থৌ**—স্থিত; **অন্তর্হিতঃ**—অদৃশ্য; **স্ব-রাট্**—স্বাধীন ইন্দ্র।

অনুবাদ

মহর্ষি অত্রি যখন পুনরায় তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তখন পৃথু মহারাজের পুত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনুকে বাণ যোজন করলেন। তা দেখে ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ এবং অশ্ব পরিত্যাগ করে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

বীরশ্চাশ্বমুপাদায় পিতৃযজ্ঞমথাব্রজৎ ।
তদবদ্যং হরে রূপং জগৃহুর্জ্ঞানদুর্বলাঃ ॥ ২২ ॥

বীরঃ—পৃথু মহারাজের পুত্র; **চ**—ও; **অশ্বম্**—ঘোড়া; **উপাদায়**—গ্রহণ করে; **পিতৃ-যজ্ঞম্**—তাঁর পিতার যজ্ঞস্থলে; **অথ**—তার পর; **অব্রজৎ**—গিয়েছিলেন; **তৎ**—সেই; **অবদ্যম্**—নিন্দনীয়; **হরেঃ**—ইন্দ্রের; **রূপম্**—বেশ; **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছিল; **জ্ঞান-দুর্বলাঃ**—যাদের জ্ঞান অল্প।

অনুবাদ

তার পর মহারাজ পৃথুর পুত্র বিজিতাশ্ব পুনরায় সেই অশ্বটি নিয়ে তাঁর পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। সেই সময় থেকে যারা মন্দবুদ্ধি, তারা কপট সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করেছিল। ইন্দ্রই তার প্রবর্তন করেছেন।

তাৎপর্য

অনাদিকাল ধরে সন্ন্যাস আশ্রমীরা ত্রিদণ্ড ধারণ করে আসছেন। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য একদণ্ডী সন্ন্যাস প্রবর্তন করেন। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী হচ্ছেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, এবং একদণ্ডী সন্ন্যাসী হচ্ছে মায়াবাদী সন্ন্যাসী। অন্যান্য আরও অনেক প্রকার সন্ন্যাসী রয়েছে, যাদের বৈদিক বিধিতে অনুমোদন করা হয়নি। পৃথু মহারাজের মহান পুত্র বিজিতাশ্বের আক্রমণ থেকে লুকাবার জন্য ইন্দ্র যে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন, তার ফলে এক প্রকার কপট সন্ন্যাসীর প্রবর্তন হয়েছে। সেই থেকে এখন নানা প্রকার কপট সন্ন্যাসী দেখা দিয়েছে। তাদের কেউ উলঙ্গ হয়ে থাকে, এবং কেউ নরকপাল ও ত্রিশূল ধারণ করে। সাধারণত তাদের বলা হয় কাপালিক। এক অর্থহীন পরিস্থিতি থেকে সেগুলির প্রবর্তন হয়েছে। যারা মূর্খ তারাই এদের সন্ন্যাসী বলে মনে করে, এবং এদের ভণ্ডামিকে ধর্ম আচরণ বলে মনে করে। এরা কখনই পারমার্থিক পথপ্রদর্শক নয়। এখন কতকগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও, যাদের বৈদিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক নেই, তারা এক প্রকার সন্ন্যাসী তৈরি করেছে, যারা পাপপূর্ণ কার্যকলাপে যুক্ত থাকে। যে-সমস্ত পাপকর্ম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া। এই সমস্ত তথাকথিত সন্ন্যাসীরা এই সব কটি পাপকর্মে লিপ্ত হয়। তারা মাংস, মাছ, ডিম এবং প্রায় সব কিছুই খায়। কখনও কখনও তারা সুরাও পান করে, এবং তাদের অজুহাত হচ্ছে যে, মাছ-মাংস এবং মদ না খেলে, মেরু-প্রদেশের নিকটবর্তী ঠাণ্ডা দেশগুলিতে থাকা অসম্ভব। এই সমস্ত সন্ন্যাসীরা দরিদ্রদের সেবা করার নামে এই সকল পাপকর্মের প্রচলন করে, যার ফলে নিরীহ পশুদের বধ করা হয়, যাতে সেগুলির দ্বারা সেই সমস্ত সন্ন্যাসীদের উদরপূর্তি হতে পারে।

পরবর্তী শ্লোকে এই সমস্ত সন্ন্যাসীদের *পাখণ্ডী* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা নারায়ণকে শিব অথবা ব্রহ্মার সমকক্ষ বলে মনে করে, তারা হচ্ছে পাখণ্ডী। যে-সম্বন্ধে পুরাণে বলা হয়েছে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

কলিযুগে পাখণ্ডীরা অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলন প্রবর্তন করার মাধ্যমে এই সমস্ত পাখণ্ডীদের সংহার করার ব্যবস্থা করেছেন। যাঁরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ কর্তৃক প্রবর্তিত সংকীর্তন আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করবেন, তাঁরা এই সমস্ত পাখণ্ডীদের প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন।

শ্লোক ২৩

যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া ।
তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গং খণ্ডমিহোচ্যতে ॥ ২৩ ॥

যানি—যে-সব; **রূপাণি**—রূপ; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছেন; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **হয়**—অশ্ব; **জিহীর্ষয়া**—চুরি করার ইচ্ছায়; **তানি**—সেই সমস্ত; **পাপস্য**—পাপকর্মের; **খণ্ডানি**—চিহ্ন; **লিঙ্গম্**—প্রতীক; **খণ্ডম্**—'খণ্ড' শব্দ; **ইহ**—এখানে; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যজ্ঞাশ্ব অপহরণের চেষ্টায় ইন্দ্র যে-সমস্ত সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেছিলেন, সেগুলি নাস্তিক্য দর্শনের প্রতীক।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় সন্ন্যাস আশ্রম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার একটি মুখ্য অঙ্গ। আচার্য-পরম্পরা অনুসারে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ তথাকথিত সন্ন্যাসীদেরই ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। এই প্রকার সন্ন্যাসের প্রবর্তন হয়েছে পৃথু মহারাজের প্রতি ইন্দ্রের ঈর্ষা থেকে, এবং ইন্দ্র যা প্রবর্তন করে গেছেন, তা আবার এই কলিযুগে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই যুগের

কোন সন্ন্যাসীই প্রামাণিক নয়। বৈদিক ব্যবস্থায় কারোরই কোন নতুন পন্থা প্রবর্তন করার অধিকার নেই। কেউ যদি ঈর্ষাবশত তা করে, তা হলে তাকে বলা হয় *পাষণ্ডী* বা নাস্তিক। *বৈষ্ণব তন্ত্রে* বলা হয়েছে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

যদিও ব্রহ্মা এবং শিবও নারায়ণের সমকক্ষ নন, তবুও আজকাল বহু পাষণ্ডী দরিদ্র-নারায়ণ, স্বামী-নারায়ণ ইত্যাদি আখ্যা প্রবর্তন করেছে। এগুলি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

শ্লোক ২৪-২৫

এবমিন্দ্রে হরত্যশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া ।
তদ্‌গৃহীতবিসৃষ্টেষু পাখণ্ডেষু মতির্নৃণাম্ ॥ ২৪ ॥
ধর্ম ইত্যুপধর্মেষু নগ্নরক্তপটাদিষু ।
প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রান্ত্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু ॥ ২৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **ইন্দ্রে**—দেবরাজ ইন্দ্র যখন; **হরতি**—হরণ করেছিলেন; **অশ্বম্**—ঘোড়া; **বৈণ্য**—রাজা বেণের পুত্রের; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **জিঘাংসয়া**—বন্ধ করার বাসনায়; **তৎ**—তাঁর দ্বারা; **গৃহীত**—গৃহীত; **বিসৃষ্টেষু**—ত্যক্ত; **পাখণ্ডেষু**—পাপপূর্ণ বেশের প্রতি; **মতিঃ**—আকর্ষণ; **নৃণাম্**—জনসাধারণের; **ধর্মঃ**—ধর্মপদ্ধতি; **ইতি**—এইভাবে; **উপধর্মেষু**—ছলধর্মের প্রতি; **নগ্ন**—উলঙ্গ; **রক্ত-পট**—রক্তবর্ণ বেশ; **আদিষু**—ইত্যাদি; **প্রায়েণ**—সাধারণত; **সজ্জতে**—আকৃষ্ট হয়; **ভ্রান্ত্যা**—মূর্খতাবশত; **পেশলেষু**—পটু; **চ**—এবং; **বাগ্মিষু**—বাক্‌পটু।

অনুবাদ

এইভাবে পৃথু মহারাজের যজ্ঞের অশ্ব হরণ করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কয়েকটি সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে কপট সন্ন্যাস প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। কিছু সন্ন্যাসী নগ্ন থাকে, এবং কখনও কখনও তারা রক্তবর্ণের বেশ ধারণ করে; তাদের বলা হয় কাপালিক। এগুলি কেবল পাপকর্মের প্রতীক মাত্র। পাপাসক্ত মানুষেরা এই তথাকথিত সন্ন্যাসীদের খুব সমাদর করে, কারণ তারা সকলেই হচ্ছে ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিক। তারা তাদের নিজেদের মতবাদ স্থাপন করার ব্যাপারে অত্যন্ত বাকপটু। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে, তাদের ধর্ম-আচরণকারী বলে

মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা তা নয়। দুর্ভাগ্যবশত মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা তাদের ধার্মিক বলে মনে করে, এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের সর্বনাশ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলিযুগের মানুষেরা অল্প আয়ুসম্পন্ন, পারমার্থিক জ্ঞানহীন এবং তাদের দুর্ভাগ্যের ফলে, কপটতাকে ধর্ম বলে মনে করবে। তার ফলে তারা সর্বদাই মানসিক কষ্ট ভোগ করবে। এই কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ করা বৈদিক শাস্ত্রে এক রকম নিষিদ্ধ হয়েছে, কারণ অল্পবুদ্ধি মানুষেরা প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ধর্ম হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়ার ধর্ম। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করা অবশ্য কর্তব্য। সন্ন্যাস আশ্রম এবং ধর্ম অনুষ্ঠানের অন্যান্য যে-সমস্ত পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রামাণিক নয়। এইযুগে সেগুলি ধর্মের নামে চলছে। সেটিই সব চাইতে অনুশোচনার বিষয়।

শ্লোক ২৬

তদভিজ্ঞায় ভগবান্ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ ।
ইন্দ্রায় কুপিতো বাণমাদত্তোদ্যতকার্মুকঃ ॥ ২৬ ॥

তৎ—সেই; **অভিজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **ভগবান্**—ভগবানের অবতার; **পৃথুঃ**—পৃথু মহারাজ; **পৃথু-পরাক্রমঃ**—অত্যন্ত পরাক্রমশালী; **ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রের উপর; **কুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **বাণম্**—বাণ; **আদত্ত**—গ্রহণ করেছিলেন; **উদ্যত**—প্রস্তুত হয়েছিলেন; **কার্মুকঃ**—ধনুক।

অনুবাদ

অত্যন্ত পরাক্রমশালী মহারাজ পৃথু তৎক্ষণাৎ তাঁর ধনুর্বাণ গ্রহণ করে ইন্দ্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কারণ ইন্দ্র এই প্রকার অধার্মিক সন্ন্যাসপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজার কর্তব্য হচ্ছে কোন রকম অধার্মিক পদ্ধতি প্রচলিত হতে না দেওয়া। পৃথু মহারাজ যেহেতু ছিলেন ভগবানের অবতার, তাই অবশ্যই তাঁর কর্তব্য ছিল সব রকম অধার্মিক প্রথা উচ্ছেদ করা। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, রাষ্ট্রপ্রধানদের

ভগবানের প্রামাণিক প্রতিনিধি হয়ে, সব রকম অধার্মিক পদ্ধতি উচ্ছেদ করা কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত, যে-সমস্ত রাষ্ট্রনেতারা রাজ্যকে ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করে, তারা এক-একটি কাপুরুষ। সেই মনোবৃত্তি হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে অধর্মের বোঝাপড়া করার পন্থা, এবং সেই কারণে মানুষ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ছে। তার ফলে পরিস্থিতির এত অবনতি হয় যে, মানব-সমাজ নরকে পরিণত হয়।

শ্লোক ২৭

তমৃত্বিজঃ শক্রবধাভিসন্ধিতং
বিচক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষ্যমসহ্যরংহসম্ ।
নিবারয়ামাসুরহো মহামতে
ন যুজ্যতেঽত্রান্যবধঃ প্রচোদিতাৎ ॥ ২৭ ॥

তম্—পৃথু মহারাজ; **ঋত্বিজঃ**—ঋত্বিকগণ; **শক্র-বধ**—দেবরাজ ইন্দ্রের হত্যা; **অভিসন্ধিতম্**—এইভাবে নিজেকে তৈরি করে; **বিচক্ষ্য**—দেখে; **দুষ্প্রেক্ষ্যম্**—দেখতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **অসহ্য**—অসহনীয়; **রংহসম্**—যাঁর বেগ; **নিবারয়াম্ আসুঃ**—নিবৃত্ত করেছিলেন; **অহো**—আহা; **মহা-মতে**—হে মহাত্মা; **ন**—না; **যুজ্যতে**—আপনার যোগ্য; **অত্র**—এই যজ্ঞস্থলে; **অন্য**—অন্য কিছু; **বধঃ**—বধ; **প্রচোদিতাৎ**—শাস্ত্রবিহিত।

অনুবাদ

যখন পুরোহিতরা এবং অন্য সকলে দেখলেন, পৃথু মহারাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করে বলেছিলেন—হে মহাত্মন্! দয়া করে তাঁকে বধ করবেন না, কারণ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞের নিমিত্ত পশু ব্যতীত অন্য কিছু বধ করা উচিত নয়। এটি শাস্ত্রের বিধান।

তাৎপর্য

পশুবলি দেওয়ার বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। তা পরীক্ষা করে বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারিত হয়েছে কি না, এবং তার ফলে যজ্ঞাগ্নিতে উৎসর্গীকৃত পশু নতুন জীবন লাভ করে ফিরে আসে। ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করার জন্য যে-যজ্ঞ, তাতে কাউকে বধ করা উচিত নয়। অতএব সেই যজ্ঞে তা হলে ইন্দ্রকে

কিভাবে বধ করা যেতে পারে, যাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশরূপে যজ্ঞে পূজা করা হয়? তাই পুরোহিতরা পৃথু মহারাজকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে বধ না করতে।

শ্লোক ২৮

বয়ং মরুত্বন্তমিহার্থনাশনং
হ্বয়ামহে ত্বচ্ছ্রবসা হতত্বিষম্ ।
অযাতযামোপহবৈরনন্তরং
প্রসহ্য রাজন্ জুহবাম তেঽহিতম্ ॥ ২৮ ॥

বয়ম্—আমরা; **মরুৎ-বন্তম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ইহ**—এখানে; **অর্থ**—আপনার স্বার্থে; **নাশনম্**—ধ্বংসকারী; **হ্বয়ামহে**—আমরা ডাকব; **ত্বৎ-শ্রবসা**—আপনার মহিমার দ্বারা; **হত-ত্বিষম্**—তাঁর শক্তি ইতিমধ্যে বিনষ্ট হয়েছে; **অযাতযাম**—পূর্বে কখনও ব্যবহার হয়নি; **উপহবৈঃ**—আবাহন মন্ত্রের দ্বারা; **অনন্তরম্**—অচিরেই; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **রাজন্**—হে রাজন্; **জুহবাম**—আমরা অগ্নিতে উৎসর্গ করব; **তে**—আপনার; **অহিতম্**—শত্রুকে।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার ফলে, ইন্দ্র ইতিমধ্যেই হতবীর্য হয়েছে। আমরা অভূতপূর্ব বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করে, এই যজ্ঞশালায় তাকে নিয়ে আসব এবং আমাদের মন্ত্রের বলে তাকে যজ্ঞাগ্নিতে হোম করব, কারণ সে হচ্ছে আপনার শত্রু।

তাৎপর্য

যথাযথভাবে যজ্ঞে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ সম্পাদন করা যায়। কিন্তু কলিযুগে কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ নেই, যারা যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে। তাই এই যুগে কোন বড় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এই যুগে একমাত্র যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন আন্দোলন।

শ্লোক ২৯

ইত্যামন্ত্র্য ক্রতুপতিং বিদুরাস্যর্ত্বিজো রুষা ।
স্রুগ্ঘস্তাঞ্জুহুতোঽভ্যেত্য স্বয়ম্ভুঃ প্রত্যষেধত ॥ ২৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **আমন্ত্র্য**—নিবেদন করে; **ক্রতু-পতিম্**—যজ্ঞপতি মহারাজ পৃথু; **বিদুর**—হে বিদুর; **অস্য**—পৃথুর; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **রুষা**—মহাক্রোধে; **স্রুক-হস্তান্**—হোমপাত্র হস্তে ধারণ করে; **জুহ্বতঃ**—যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে; **অভ্যেত্য**—শুরু করে; **স্বয়ম্ভুঃ**—ব্রহ্মা; **প্রত্যষেধত**—তাঁদের নিবৃত্ত হতে বললেন।

অনুবাদ

হে বিদুর! রাজাকে এই উপদেশ দেওয়ার পর, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত পুরোহিতরা মহাক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। তাঁরা যখন যজ্ঞে আহুতি দিতে যাচ্ছিলেন, তখন ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করলেন।

শ্লোক ৩০

ন বধ্যো ভবতামিন্দ্রো যদ্‌যজ্ঞো ভগবত্তনুঃ ।
যং জিঘাংসথ যজ্ঞেন যস্যেষ্টাস্তনবঃ সুরাঃ ॥ ৩০ ॥

ন—না; **বধ্যঃ**—বধের যোগ্য; **ভবতাম্**—আপনাদের দ্বারা; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **যৎ**—যেহেতু; **যজ্ঞঃ**—ইন্দ্রের নাম; **ভগবৎ-তনুঃ**—ভগবানের শরীরের অংশ; **যম্**—যাঁকে; **জিঘাংসথ**—আপনারা বধ করতে ইচ্ছা করেন; **যজ্ঞেন**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **যস্য**—ইন্দ্রের; **ইষ্টাঃ**—পূজিত হয়ে; **তনবঃ**—শরীরের অঙ্গ; **সুরাঃ**—দেবতাগণ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তাঁদের সম্বোধন করে বললেন—হে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীগণ, আপনারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করতে পারেন না। সেটি আপনাদের কর্তব্য নয়। আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে, ইন্দ্র পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ভগবানের একজন শক্ত্যাবেশ অবতার। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনারা সমস্ত দেবতাদের প্রসন্নতা বিধান করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আপনাদের জানা উচিত যে, সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ইন্দ্রের অংশ। তা হলে এই মহান যজ্ঞে আপনারা কিভাবে তাঁকে বধ করতে পারেন?

শ্লোক ৩১

তদিদং পশ্যত মহদ্ধর্মব্যতিকরং দ্বিজাঃ ।
ইন্দ্রেণানুষ্ঠিতং রাজ্ঞঃ কর্মৈতদ্বিজিঘাংসতা ॥ ৩১ ॥

তৎ—তখন; **ইদম্**—এই; **পশ্যত**—দেখুন; **মহৎ**—মহান; **ধর্ম**—ধর্মজীবনের; **ব্যতিকরম্**—ব্যতিক্রম; **দ্বিজাঃ**—হে মহান ব্রাহ্মণগণ; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের দ্বারা; **অনুষ্ঠিতম্**—অনুষ্ঠিত; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **এতৎ**—এই যজ্ঞ; **বিজিঘাংসতা**—বিঘ্ন উৎপাদনকারী।

অনুবাদ

পৃথুর মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র এমন কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করেছেন, যার ফলে ভবিষ্যতে ধর্মের সুনির্দিষ্ট পথ বিনষ্ট হবে। ভেবে দেখুন, আপনারা যদি তাঁর আরও বিরোধিতা করেন, তা হলে তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্য অনেক অধর্মের পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন।

শ্লোক ৩২

পৃথুকীর্তেঃ পৃথোর্ভূয়াত্তর্হ্যেকোনশতক্রতুঃ ।
অলং তে ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈর্যদ্ভবান্মোক্ষধর্মবিৎ ॥ ৩২ ॥

পৃথু-কীর্তেঃ—পৃথুকীর্তি; **পৃথোঃ**—পৃথু মহারাজের; **ভূয়াৎ**—হোক; **তর্হি**—অতএব; **এক-ঊন-শত-ক্রতুঃ**—নিরানব্বইটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী; **অলম্**—কোন লাভ নেই; **তে**—আপনার; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **সু-ইষ্টৈঃ**—সুসম্পন্ন; **যৎ**—যেহেতু; **ভবান্**—আপনি; **মোক্ষ-ধর্ম-বিৎ**—মোক্ষের মার্গ সম্বন্ধে অবগত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন, "অতএব বিপুলকীর্তি পৃথুর নিরানব্বইটি যজ্ঞই হোক।" তার পর ব্রহ্মা পৃথু মহারাজের প্রতি বললেন, "যেহেতু আপনি মোক্ষের মার্গ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, অতএব আপনার আর অধিক যজ্ঞ করার কি প্রয়োজন?"

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজকে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ব্রহ্মা নেমে এসেছিলেন। পৃথু মহারাজ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, এবং ইন্দ্র সেই জন্য অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন, কারণ তিনি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা বা শতক্রতু নামে পরিচিত। জড় জগতে যেমন সকলেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ, ইন্দ্র স্বর্গের দেবরাজ হওয়া সত্ত্বেও পৃথুর প্রতি সেভাবে মাৎসর্য-পরায়ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর শততম যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করার

চেষ্টা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল একটি মস্ত বড় প্রতিযোগিতা, এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য পৃথুর যজ্ঞ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নানা রকম অধর্মের পন্থা সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। সেই অধর্মের প্রবর্তন বন্ধ করার জন্য ব্রহ্মা স্বয়ং সেই যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহারাজ পৃথু ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত, তাই তাঁর বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই প্রকার অনুষ্ঠানকে বলা হয় কর্ম, এবং চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ভক্তদের সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একজন আদর্শ রাজারূপে পৃথু মহারাজের কর্তব্য ছিল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। তাই একটি আপস মীমাংসা করার প্রয়োজন ছিল। ব্রহ্মার আশীর্বাদে পৃথু মহারাজ ইন্দ্রের থেকেও অধিক যশস্বী হয়েছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মার আশীর্বাদে পৃথু মহারাজের এক শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সংকল্প পরোক্ষভাবে পূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

নৈবাত্মনে মহেন্দ্রায় রোষমাহর্তুমর্হসি ।
উভাবপি হি ভদ্রং তে উত্তমশ্লোকবিগ্রহৌ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনে**—আপনার থেকে অভিন্ন; **মহা-ইন্দ্রায়**—দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি; **রোষম্**—ক্রোধ; **আহর্তুম্**—করতে; **অর্হসি**—উচিত; **উভৌ**—আপনারা দুজনেই; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—ও; **ভদ্রম্**—কল্যাণ; **তে**—আপনার; **উত্তম-শ্লোক-বিগ্রহৌ**—ভগবানের অবতার।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—আপনাদের উভয়েরই কল্যাণ হোক, কারণ আপনি এবং দেবরাজ ইন্দ্র উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। সুতরাং আপনি ইন্দ্র থেকে ভিন্ন নন। অতএব ইন্দ্রের প্রতি আপনার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৩৪

মাস্মিন্মহারাজ কৃথাঃ স্ম চিন্তাং
নিশাময়াস্মদ্বচ আদৃতাত্মা ।
যদ্ধ্যায়তো দৈবহতং নু কর্তুং
মনোঽতিরুষ্টং বিশতে তমোঽন্ধম্ ॥ ৩৪ ॥

মা—করবেন না; **অস্মিন্**—এতে; **মহা-রাজ**—হে রাজন্; **কৃথাঃ**—করুন; **স্ম**—পূর্ববৎ; **চিন্তাম্**—মনের বিক্ষোভ; **নিশাময়**—দয়া করে বিচার করুন; **অস্মৎ**—আমার; **বচঃ**—বাণী; **আদৃত-আত্মা**—অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে; **যৎ**—যেহেতু; **ধ্যায়তঃ**—যিনি ধ্যান করছেন তাঁর; **দৈব-হতম্**—দৈব দ্বারা বিঘ্নিত; **নু**—নিশ্চিতভাবে; **কর্তুম্**—করার জন্য; **মনঃ**—মন; **অতি-রুষ্টম্**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **বিশতে**—প্রবেশ করে; **তমঃ**—অন্ধকার; **অন্ধম্**—গভীর।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে, ক্ষুব্ধ ও চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। এই বিঘ্ন দৈবের প্রভাবেই হয়েছে। দয়া করে শ্রদ্ধাসহকারে আমার উপদেশ শ্রবণ করুন। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, দৈবের প্রভাবে যদি কোন কিছু ঘটে, তা হলে সেই জন্য আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। দৈবের দ্বারা কোন কার্য বিনষ্ট হলে, যতই আমরা সেই কার্য সম্পন্ন করার চেষ্টা করি, ততই আমরা জড়বাদী বিচারের ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করি।

তাৎপর্য

কখনও কখনও সাধু বা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তিদেরও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সেই সমস্ত ঘটনাগুলি দৈব নির্ধারিত বলে মনে করা উচিত। অসুখী হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকলেও, সেই বিপত্তির প্রতিকার করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ যতই আমরা তা করতে চেষ্টা করি, ততই আমরা জড়-জাগতিক উৎকণ্ঠার গভীরতম অন্ধকারে প্রবেশ করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই সম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ হওয়ার পরিবর্তে, আমাদের সব কিছু সহ্য করা উচিত।

শ্লোক ৩৫

ক্রতুর্বিরমতামেষ দেবেষু দুরবগ্রহঃ ।
ধর্মব্যতিকরো যত্র পাখণ্ডৈরিন্দ্রনির্মিতৈঃ ॥ ৩৫ ॥

ক্রতুঃ—যজ্ঞ; **বিরমতাম্**—বন্ধ হোক; **এষঃ**—এই; **দেবেষু**—দেবতাদের মধ্যে; **দুরবগ্রহঃ**—অবাঞ্ছিত বস্তুতে আসক্তি; **ধর্ম-ব্যতিকরঃ**—ধর্মের বিপর্যয়; **যত্র**—যেখানে; **পাখণ্ডৈঃ**—পাপকর্মের দ্বারা; **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা; **নির্মিতৈঃ**—তৈরি হয়েছে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করুন, কারণ এই যজ্ঞের ফলে ইন্দ্র অনেক অধর্ম আচরণ প্রবর্তন করেছে। আপনি জেনে রাখুন যে, দেবতাদের মধ্যেও অনেকের বহু অবাঞ্ছিত বাসনা রয়েছে।

তাৎপর্য

সাধারণত ব্যবসাতেও অনেক প্রতিযোগী থাকে, এবং বৈদিক কর্মকাণ্ড কখনও কখনও কর্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও মৎসরতা সৃষ্টি করে। কর্মীরা মাৎসর্য-পরায়ণ হতে বাধ্য, কারণ তারা পূর্ণমাত্রায় জড় সুখ ভোগ করতে চায়। সেটিই হচ্ছে ভবরোগ। তার ফলে কর্মীদের মধ্যে, সাধারণ ব্যবসার ক্ষেত্রে অথবা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সব সময় প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ব্রহ্মা চেয়েছিলেন ইন্দ্র এবং পৃথু মহারাজের মধ্যে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হোক। যেহেতু পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত ও ভগবানের অবতার, তাই ব্রহ্মা তাঁকে যজ্ঞ বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে ইন্দ্র আর অধর্মের পন্থা প্রবর্তন না করে, যা দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা সর্বদা অনুসরণ করে।

শ্লোক ৩৬

এভিরিন্দ্রোপসংসৃষ্টৈঃ পাখণ্ডৈর্হারিভির্জনম্ ।
হ্রিয়মাণং বিচক্ষ্বৈনং যস্তে যজ্ঞধ্রুগশ্বমুট্ ॥ ৩৬ ॥

এভিঃ—এই সবের দ্বারা; **ইন্দ্র-উপসংসৃষ্টৈঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা সৃষ্ট; **পাখণ্ডৈঃ**—পাপকার্য; **হারিভিঃ**—অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক; **জনম্**—জনসাধারণ; **হ্রিয়মাণম্**—অভিভূত হয়ে; **বিচক্ষ্ব**—দেখ; **এনম্**—এই সমস্ত; **যঃ**—যিনি; **তে**—আপনার; **যজ্ঞ-ধ্রুক্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে; **অশ্ব-মুট্**—যিনি অশ্ব চুরি করেছেন।

অনুবাদ

দেখ, যজ্ঞাশ্ব চুরি করার ফলে, দেবরাজ ইন্দ্র কিভাবে যজ্ঞের মাঝে এক বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত এই সমস্ত চিত্তাকর্ষক পাপকর্ম জনসাধারণকে অভিভূত করবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/২১) উল্লেখ করা হয়েছে—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

"মহান ব্যক্তি যে-ভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এবং তিনি তাঁর দৃষ্টান্তের দ্বারা যে আদর্শ সৃষ্টি করেন, সারা জগৎ তা অনুসরণ করে।"

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁকে পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন। তার ফলে তিনি যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেন এবং বহু অধার্মিক ব্যক্তির মধ্যে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেন। এই প্রকার কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয়; তাই সেগুলি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ব্রহ্মা মনে করেছিলেন যে, ইন্দ্রকে এই প্রকার অধার্মিক পন্থা আরও প্রবর্তন করতে না দিয়ে, বরং যজ্ঞ বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয়স্কর। মানুষ যখন বৈদিক বিধি অনুসারে অনর্থক অসংখ্য পশু বধ করতে শুরু করেছিল, তখন বুদ্ধদেবও অনেকটা এই ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। বৈদিক যজ্ঞবিধির বিরোধিতা করে বুদ্ধদেব অহিংসার ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু নতুন জীবন লাভ করে, কিন্তু সেই প্রকার ক্ষমতা-বিহীন মানুষেরা যজ্ঞবিধির নামে অসহায় পশুদের অনর্থক হত্যা করছিল। তাই ভগবান বুদ্ধদেব সাময়িকভাবে বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেছিলেন। যে-যজ্ঞ বিরুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি করে, সেই প্রকার যজ্ঞ আচরণ করা মানুষের পক্ষে উচিত নয়। সেই যজ্ঞ বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয়স্কর।

আমরা বার বার উল্লেখ করেছি যে, কলিযুগে যোগ্য ব্রাহ্মণের অভাবে, বৈদিক কর্মকাণ্ডের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাই শাস্ত্রে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপী পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হবেন এবং পূজিত হবেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা। শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; তাই যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা করা। এই যুগে ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের এটিই হচ্ছে সব চাইতে সরল পন্থা। এই যুগের যজ্ঞ সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রে যে-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই পাপপূর্ণ কলিযুগে অনর্থক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে সেই নির্দেশ পালন করাই মানুষের কর্তব্য। কলিযুগে সারা পৃথিবীর মানুষেরাই

মাংস আহারের জন্য, কসাইখানা খুলে পশু হত্যা করতে অত্যন্ত দক্ষ। যদি প্রাচীন ধর্ম অনুষ্ঠানগুলি পালন করা হয়, তা হলে মানুষ আরও বেশি করে পশুহত্যা করতে অনুপ্রাণিত হবে। কলকাতায় অনেক মাংসের দোকান আছে, যেখানে মা কালীর মূর্তি রাখা হয়, আর মাংসাশী মানুষেরা মনে করে যে, সেই সমস্ত দোকান থেকে মাংস কেনাই সমীচীন, কারণ তা হচ্ছে কালীর প্রসাদ। তারা জানে না যে, মা কালী কখনও আমিষ আহার গ্রহণ করেন না, কারণ তিনি হচ্ছে শিবের সাধ্বী স্ত্রী। শিব হচ্ছেন একজন মহান বৈষ্ণব এবং তিনি কখনও আমিষ আহার করেন না, এবং মা কালী সর্বদা শিবের উচ্ছিষ্টই গ্রহণ করেন। তাই তাঁর পক্ষে আমিষ আহার করা কখনই সম্ভব নয়। এই প্রকার নৈবেদ্য ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস আদি কালীর অনুচরেরাই কেবল গ্রহণ করে, এবং যারা মাছ-মাংসরূপে কালীর প্রসাদ গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে তা কালীর প্রসাদ নয়, তারা ভূত ও পিশাচদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে।

শ্লোক ৩৭

ভবান্ পরিত্রাতুমিহাবতীর্ণো
ধর্মং জনানাং সময়ানুরূপম্ ।
বেণাপচারাদবলুপ্তমদ্য
তদ্দেহতো বিষ্ণুকলাসি বৈণ্য ॥ ৩৭ ॥

ভবান্—আপনি; **পরিত্রাতুম্**—পরিত্রাণ করার জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেছেন; **ধর্মম্**—ধর্মের পন্থা; **জনানাম্**—জনসাধারণের; **সময়-অনুরূপম্**—সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে; **বেণ-অপচারাৎ**—রাজা বেণের অন্যায় আচরণের দ্বারা; **অবলুপ্তম্**—প্রায় বিলুপ্ত; **অদ্য**—সম্প্রতি; **তৎ**—তার; **দেহতঃ**—দেহ থেকে; **বিষ্ণু**—ভগবান বিষ্ণুর; **কলা**—অংশের অংশ; **অসি**—আপনি; **বৈণ্য**—হে বেণ রাজার পুত্র।

অনুবাদ

হে বেণপুত্র মহারাজ পৃথু! আপনি ভগবান বিষ্ণুর কলা অবতার। রাজা বেণের দুষ্ট কার্যকলাপের ফলে, ধর্ম প্রায় অবলুপ্ত হয়েছিল। সেই উচিত সময়ে আপনি ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে অবতরণ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে ধর্মরক্ষা করার জন্য আপনি রাজা বেণের শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবান বিষ্ণু যে কিভাবে অসুরদের সংহার করেন এবং সাধুদের পরিত্রাণ করেন, তা *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) বর্ণিত হয়েছে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের উদ্ধার করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের সংহার করার জন্য, এবং পুনরায় ধর্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।"

অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান বিষ্ণু সর্বদা তাঁর দুই হাতে গদা ও চক্র ধারণ করেন, এবং তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য তাঁর অপর দুই হাতে তিনি শঙ্খ ও পদ্ম ধারণ করেন। যখন ভগবানের অবতার এই লোকে অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত থাকেন, তখন তিনি অসুরদের সংহার করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। ভগবান বিষ্ণু কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ বা রামরূপে আবির্ভূত হন। ভগবানের এই সমস্ত অবতারদের আবির্ভাবের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে। কখনও কখনও তিনি শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে আবির্ভূত হন, যেমন ভগবান বুদ্ধদেব। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সমস্ত শক্ত্যাবেশ অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট জীব। জীবেরাও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশ, কিন্তু তারা তেমন শক্তিশালী নয়; তাই কোন জীব যখন শ্রীবিষ্ণুর অবতাররূপে অবতরণ করেন, তখন তিনি বিশেষভাবে ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হন।

মহারাজ পৃথুকে যখন ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণনা করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ এবং বিশেষভাবে তিনি তাঁর শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। কোন জীব যখন শ্রীবিষ্ণুর অবতারের মতো বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রচার করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ভগবানের অবতার। এই প্রকার ব্যক্তি ঠিক বিষ্ণুর মতো যুক্তিসহকারে অসুরদের পরাভূত করে, শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেন। *ভগবদ্গীতায়* ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন দেখা যায় যে, কেউ অসাধারণভাবে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করছেন, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, তিনি শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিশেষভাবে শক্তিসম্পন্ন হয়েছেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (অন্ত্য ৭/১১)—প্রতিপন্ন হয়েছে, *কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন*—ভগবানের শক্তিতে বিশেষভাবে আবিষ্ট না হলে, ভগবানের দিব্য নামের মহিমা প্রচার করা যায় না। কেউ যখন এই প্রকার শক্ত্যাবিষ্ট ব্যক্তির সমালোচনা করে অথবা তাঁর দোষ দর্শন করে, তখন বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুবিদ্বেষী এবং তাকে

দণ্ডভোগ করতে হবে। এই প্রকার অপরাধীরা যদি তিলক ও মালা ধারণ করে বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করে, তা হলেও শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করার জন্য, ভগবান তাদের ক্ষমা করেন না। শাস্ত্রে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শ্লোক ৩৮

স ত্বং বিমৃশ্যাস্য ভবং প্রজাপতে
সঙ্কল্পনং বিশ্বসৃজাং পিপীপৃহি ।
ঐন্দ্রীং চ মায়ামুপধর্মমাতরং
প্রচণ্ডপাখণ্ডপথং প্রভো জহি ॥ ৩৮ ॥

সঃ—উপরোক্ত; **ত্বম্**—আপনি; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **অস্য**—এই জগতের; **ভবম্**—অস্তিত্ব; **প্রজা-পতে**—হে জনগণের রক্ষাকর্তা; **সঙ্কল্পনম্**—সংকল্প; **বিশ্ব-সৃজাম্**—বিশ্ব স্রষ্টাদের; **পিপীপৃহি**—পূর্ণ করুন; **ঐন্দ্রীম্**—দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট; **চ**—ও; **মায়াম্**—মায়া; **উপধর্ম**—তথাকথিত সন্ন্যাস প্রথার, অধর্মের; **মাতরম্**—জননী; **প্রচণ্ড**—ভীষণ; **পাখণ্ড-পথম্**—পাপকর্মের পন্থা; **প্রভো**—হে প্রভু; **জহি**—দয়া করে জয় করুন।

অনুবাদ

হে প্রজারক্ষক! দয়া করে আপনি আপনার অবতরণের উদ্দেশ্য বিবেচনা করুন। ইন্দ্র যে পাষণ্ড মতবাদ সৃষ্টি করেছেন, তা নানা অধর্মের জননী। সুতরাং আপনি দয়া করে সেই সমস্ত ছলনা অচিরে নিরস্ত করুন।

তাৎপর্য

প্রজাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির মহান দায়িত্ব সম্বন্ধে পৃথু মহারাজকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য, ব্রহ্মা তাঁকে *প্রজাপতে* বলে সম্বোধন করেছিলেন। কেবল এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই পৃথু মহারাজ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছিলেন। আদর্শ রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজারা যাতে যথাযথভাবে ধর্ম অনুশীলন করে তা দেখা। ইন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট কপট ধর্ম আচরণগুলি নিরস্ত করতে, ব্রহ্মা পৃথু মহারাজকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার কর্তব্য হচ্ছে অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত কপট ধর্মগুলি বন্ধ করা। মূলত ধর্ম এক—ভগবানের দেওয়া ধর্ম এবং তা গুরুশিষ্য পরম্পরা ধারায় দুইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। ইন্দ্রের

সঙ্গে অর্থহীন প্রতিযোগিতা থেকে বিরত হতে পৃথু মহারাজকে ব্রহ্মা অনুরোধ করেছিলেন। পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করতে না দেওয়ার জন্য ইন্দ্র বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন। বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার পরিবর্তে, তাঁর অবতরণের মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করাই পৃথু মহারাজের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল। তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল সৎ সরকার স্থাপন করে, আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

শ্লোক ৩৯

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্থং স লোকগুরুণা সমাদিষ্টো বিশাম্পতিঃ ।
তথা চ কৃত্বা বাৎসল্যং মঘোনাপি চ সন্দধে ॥ ৩৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **সঃ**—পৃথু মহারাজ; **লোক-গুরুণা**—গ্রহলোক-সমূহের আদিগুরু ব্রহ্মা কর্তৃক; **সমাদিষ্টঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **বিশাম্-পতিঃ**—জনগণের প্রভু, রাজা; **তথা**—এইভাবে; **চ**—ও; **কৃত্বা**—করে; **বাৎসল্যম্**—স্নেহ; **মঘোনা**—ইন্দ্রের সঙ্গে; **অপি**—ও; **চ**—ও; **সন্দধে**—সন্ধি করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—এইভাবে পরম গুরু ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, পৃথু মহারাজ তাঁর যজ্ঞ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন, এবং গভীর স্নেহ প্রদর্শন করে ইন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতা করলেন।

শ্লোক ৪০

কৃতাবভৃথস্নানায় পৃথবে ভূরিকর্মণে ।
বরান্দদুস্তে বরদা যে তদ্বর্হিষি তর্পিতাঃ ॥ ৪০ ॥

কৃত—অনুষ্ঠান করে; **অবভৃথ-স্নানায়**—যজ্ঞান্তে স্নান করে; **পৃথবে**—মহারাজ পৃথুকে; **ভূরি-কর্মণে**—বহু পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে যিনি বিখ্যাত; **বরান্**—বর; **দদুঃ**—দিয়েছিলেন; **তে**—তাঁরা সকলে; **বর-দাঃ**—বর প্রদানকারী দেবতারা; **যে**—যাঁরা; **তৎ-বর্হিষি**—সেই প্রকার যজ্ঞ করার ফলে; **তর্পিতাঃ**—প্রসন্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তার পর পৃথু মহারাজ স্নান করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর, বিধি অনুসারে স্নান করতে হয়। তার পর তাঁর মহিমান্বিত কার্যকলাপে প্রসন্ন হয়েছিলেন যে সমস্ত দেবতারা, তাঁদের কাছ থেকে তিনি বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ মানে হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু, কারণ সমস্ত যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান হয় ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য। যেহেতু যজ্ঞ করার ফলে দেবতারা আপনা থেকেই অত্যন্ত প্রসন্ন হন, তাই তাঁরা যজ্ঞকারীকে বরদান করেন। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন গাছটির শাখা-প্রশাখা, কাণ্ড, ফুল, পাতা, সব কিছুই তৃপ্ত হয়, এবং উদরকে খাদ্য দিলে যেমন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সবল হয়, তেমনই কেউ যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা কেবল ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধান করেন, তা হলে সমস্ত দেবতারাও আপনা থেকে সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন দেবতারা সেই ভক্তকে নানা প্রকার বর প্রদান করেন। শুদ্ধ ভক্ত তাই দেবতাদের কাছ থেকে কোন রকম বর প্রার্থনা করেন না। তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই সেবা করেন। তাই দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত কোন বস্তুর অভাব তাঁর হয় না।

শ্লোক ৪১

বিপ্রাঃ সত্যাশিষস্তুষ্টাঃ শ্রদ্ধয়া লব্ধদক্ষিণাঃ ।
আশিষো যুযুজুঃ ক্ষত্তরাদিরাজায় সৎকৃতাঃ ॥ ৪১ ॥

বিপ্রাঃ—সমস্ত ব্রাহ্মণেরা; **সত্য**—সত্য; **আশিষঃ**—যাঁদের আশীর্বাদ; **তুষ্টাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **লব্ধ-দক্ষিণাঃ**—যিনি দক্ষিণা লাভ করেছেন; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **যুযুজুঃ**—প্রদান করেছিলেন; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **আদি-রাজায়**—আদি রাজাকে; **সৎ-কৃতাঃ**—সম্মানিত হয়ে।

অনুবাদ

গভীর শ্রদ্ধা সহকারে, আদি রাজা পৃথু সেই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, রাজাকে তাঁদের আন্তরিক আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

ত্বয়াহূতা মহাবাহো সর্ব এব সমাগতাঃ ।
পূজিতা দানমানাভ্যাং পিতৃদেবর্ষিমানবাঃ ॥ ৪২ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; **আহূতাঃ**—নিমন্ত্রিত হয়ে; **মহা-বাহো**—হে পরম শক্তিশালী; **সর্বে**—সমস্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সমাগতাঃ**—সমবেত; **পূজিতাঃ**—সম্মানিত হয়ে; **দান**—দানের দ্বারা; **মানাভ্যাম্**—এবং সম্মানের দ্বারা; **পিতৃ**—পিতৃগণ; **দেব**—দেবতাগণ; **ঋষি**—মহর্ষিগণ; **মানবাঃ**—এবং মানুষেরা।

অনুবাদ

সমস্ত মহর্ষি ও ব্রাহ্মণেরা বললেন—হে শক্তিশালী রাজা! আপনার নিমন্ত্রণে সর্বশ্রেণীর জীবেরা এই সভায় যোগদান করেছেন। তাঁরা পিতৃলোক ও স্বর্গলোক থেকে এসেছেন, এবং মহর্ষিগণ ও সাধারণ মানুষেরাও এই সভায় যোগদান করেছেন। এখন তাঁরা সকলেই আপনার ব্যবহারে এবং আপনার দানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।